আলী হাসান উসামা

# জান্নাতের সবুজ পাখি

# জান্নাতের সবুজ পাখি

আলী হাসান উসামা

কালান্তর প্রকাশনী

চতুর্থ মুদ্রণ : মে ২০২২
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২০

© : লেখক

মূল্য : ৳ ৪২০, US $ 19. UK £ 14

প্রচ্ছদ : সানজিদা সিদ্দিকী কথা

প্রকাশক
**কালান্তর প্রকাশনী**
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

**প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র**
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
**নহলী**, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
**রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ**

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-6-8

Jannater Sobuj Pakhi
by **Ali Hasan Osama**

Published by
**Kalantor Prokashoni**
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
**www.kalantorprokashoni.com**

**All Rights Reserved**
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

# প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের—আমরা যাঁর গুণকীর্তন করি, যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং যাঁর কাছে পাপমুক্তির আবেদন জানাই। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

জিহাদ। মাজলুম এই ফরজ বিধান নিয়ে আমাদের রয়েছে নানা লুকোচুরি, আছে হীনম্মন্যতা; অথচ কুরআন-হাদিসে রয়েছে তার বিস্তর আলোচনা। দীনের মৌলিক গ্রন্থসমূহেও জিহাদসংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিধানের আলোচনা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তারপরও আমাদের মধ্যে দেখা দেয় নানা সংশয়, নানা দ্বিধা। জিহাদ সর্বদাই ফরজ—কখনো ফরজে আইন আবার কখনো-বা ফরজে কিফায়া।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি লেখকের পঞ্চম মৌলিক রচনা। এতে তিনি জিহাদবিষয়ক ইলম প্রচার-প্রসার ও এতৎসংশ্লিষ্ট সংশয় দূরীকরণার্থে হাদিসের নয়টি কিতাব ঘেঁটে এ বিষয়ক প্রয়োজনীয় সহিহ হাদিস সন্নিবন্ধ করেছেন। আমিরুল মুজাহিদিন মাওলানা মাসউদ আজহার হাফিজাহুল্লাহ মুসলিম উম্মাহর প্রতি এই গুরুত্ববহ আবেদনটি রেখেছিলেন প্রায় দেড় যুগ আগে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এ মাটির তরুণ আলিম আলী হাসান উসামাকে এই মহান খিদমতের জন্য কবুল করেছেন। বস্তুত জিহাদের বিশুদ্ধ ধারণা ও সঠিক জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে এ বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও রাসুল ﷺ-এর সহিহ হাদিস থেকে পাথেয় সংগ্রহের বিকল্প নেই।

গ্রন্থটির শুরুতে *জিহাদের তত্ত্বকথা* শিরোনামে ভূমিকাস্বরূপ এক দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে, যেখানে কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ ও যুক্তির আলোকে জিহাদের হাকিকত, তত্ত্ব ও হিকমাহ স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি প্রচলিত কিছু সংশয় নিরসন করা হয়েছে। সুতরাং বইটির মূলপাঠ অধ্যয়নের আগে এই সুদীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটি হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত অনিবার্য। হাদিসের ক্ষেত্রে প্রতিটি হাদিসের মূল ইবারতের সঙ্গে সাবলীল অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। কিছু দুর্বোধ্য জায়গায় টীকা সংযোজন করা হয়েছে। আমরা মনে করি, বাংলাভাষায় এটিই হবে এ ধারার প্রথম ব্যতিক্রমধর্মী রচনা।

মুসলিম উম্মাহর ঘরে ঘরে উদ্দিষ্ট বিষয়ে হাদিসকেন্দ্রিক তালিমের পরিবেশ গড়ে ওঠার স্বপ্নই বইটি রচনার মূল নিয়ামক। তালিমের জন্য ইমান, সালাত, সাওম, হজ, সাদাকা, কুরআন, ইলম, জিকির, সহিহ নিয়ত, মুসলমানদের সম্মান, ইসলামি শিষ্টাচার এবং দাওয়াত ও তাবলিগবিষয়ক হাদিসসমূহের সংকলনগ্রন্থ বিদ্যমান থাকলেও মাজলুম ফরজ জিহাদবিষয়ক হাদিসসমূহের স্বতন্ত্র কোনো সংকলন চোখে পড়ে না। যে কারণে মুসলমানগণ আমলিভাবে এই ফরজ থেকে বঞ্চিত রয়েছে, চর্চার অভাবে এর ইলম থেকেও তারা দূরে বসবাস করছে। ফলে সমাজে এ ব্যাপারে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ চাইলে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি সেই শূন্যতা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। পরবর্তীকালে আমরা আলোচ্য বিষয়ে বিশদ আলোচনাসমৃদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থও প্রকাশ করব ইনশাআল্লাহ। এটি আমাদের প্রথম প্রয়াস; একমাত্র নয়।

গ্রন্থটির নাম গৃহীত হয়েছে রাসুল ﷺ-এর একটি হাদিস থেকে। *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে—'শহিদদের রুহসমূহ (জান্নাতের) সবুজ পাখির উদরে রক্ষিত থাকে, যা আরশের সাথে ঝুলন্ত দীপাধারে বাস করে। জান্নাতের সর্বত্র তারা যেখানে চায় সেখানে বিচরণ করে।' বলা বাহুল্য, জিহাদ নিয়ে সমাজে যেসব প্রান্তিকতা—চরম উগ্রতা বা মাত্রাতিরিক্ত শিথিলতা ছড়িয়ে পড়েছে, তা দূর করতে এর সহিহ ইলম প্রসারের বিকল্প নেই। একমাত্র নববি দীপাধার থেকে উৎসারিত আলোকই পারে সমাজকে সঠিক নির্দেশনা দিতে এবং এর পরতে পরতে পুঞ্জীভূত আঁধার তাড়াতে।

বইটির গুরুত্ব বিবেচনায় প্রকাশের আগে আমরা কয়েকবার পড়েছি। বানান ও ভাষাসংক্রান্ত কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন দিলশাদ মাহমুদ ও আবদুল্লাহ আরাফাত। আল্লাহ তাদের পরিশ্রমের উত্তম বিনিময় দান করুন। যাবতীয় প্রচেষ্টা তাঁর জন্য কবুল করুন।

বইটির যা কিছু উত্তম তার জন্য সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহান রাব্বুল আলামিনের; আর যা কিছু অপূর্ণতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসংগতি—এসবের দায় সম্পূর্ণ আমাদের। আমরা পাঠকের যেকোনো পরামর্শ ও অভিযোগকে অগ্রীম স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাদের উপযুক্ত পর্যালোচনা আমাদের অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাঁর জন্য কবুল করুন; আর আমাদের সবাইকে শাহাদাতের মৃত্যু নসিব করুন। আমিন।

**আবুল কালাম আজাদ**
কালান্তর প্রকাশনী
৮ জুলাই ২০২০

# বিষয়সূচি


**বই সম্পর্কে মূল্যায়ন** ১৯

**মুখবন্ধ** ১১

**জিহাদের তত্ত্বকথা** ২৩

**সাহায্যপ্রাপ্ত দল** ৫৭

একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে ৫৭

কারও অসহযোগিতা ও বিরোধিতা তাদের কোনো ক্ষতি করবে না ৫৭

মুজাহিদরা সাহায্যপ্রাপ্ত দল ৫৮

মুজাহিদরা শত্রুদের মোকাবিলায় অত্যন্ত প্রতাপশালী হবে ৫৮

পশ্চিম দেশীয়রা সর্বদা হকের ওপর বিজয়ী থাকবে ৫৯

শামবাসীদের সঙ্গে উম্মতের ভাগ্য নির্ধারিত ৬০

মুজাহিদদের সর্বশেষ জিহাদ হবে দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদ ৬০

মুজাহিদরা কারও সহযোগিতা বা অসহযোগিতার পরোয়া করে না ৬১

আল্লাহ সবসময় তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত বান্দা সৃষ্টি করবেন ৬১

প্রতিটি ঘরে দীন প্রবেশ করা অবধি জিহাদ চলমান থাকবে ৬১

ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ অবধি শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত... ৬২

মুজাহিদরা সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষে যুদ্ধ করে যাবে ৬৩

**জিহাদের লক্ষ্য ও ফজিলত** ৬৪

জিহাদ সর্বোত্তম আমল ৬৪

মুজাহিদ সর্বোত্তম ব্যক্তি ৬৫

হয়তো গাজি, নয়তো শহিদ ৬৬

রাসুলের শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ৬৮

শহিদের রক্ত থেকে মিশকের সুগন্ধি ছড়াবে ৬৮

জিহাদের পথে দু-পা ধুলিমাখা হওয়ার ফজিলত ৬৯

সর্বোত্তম জীবন মুজাহিদের জীবন ৬৯

তিন প্রকার ব্যক্তির দায়িত্বশীল স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ৭০
অবিচলতার সঙ্গে শাহাদাত বরণকারী বান্দার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট ৭০
জিহাদ শেষে প্রত্যাবর্তনের ফজিলত ৭১
জিহাদের পথের ধুলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্র হবে না ৭১
হত্যাকারী মুসলমান ও নিহত কাফির জাহান্নামে একত্র হবে না ৭১
আল্লাহ স্বয়ং মুজাহিদের দায়িত্বশীল ৭২
আল্লাহর পথের মুজাহিদের দৃষ্টান্ত ৭২
মুজাহিদ সকল কল্যাণ লাভকারী এবং সকল অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত ৭৩
জিহাদে ব্যয়িত সামান্য সময় ঘরে বসে ৭০ বছরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম ৭৩
শহিদের রক্ত আল্লাহর প্রিয় ৭৪
জিহাদে এক বিকাল পথচলার ফজিলত ৭৫
জিহাদে আহত হওয়ার পুরস্কার ৭৫
জিহাদের সারিতে সামান্য সময় অবস্থানের ফজিলত ৭৬
মুমিন শহিদ ও মুনাফিক শহিদ ৭৬
পৃথিবীসম সম্পদ ব্যয় করলেও তা জিহাদে কাটানো একটি সকালের মর্যাদাতুল্য নয় ৭৮
উত্তম ও অধমের পরিচয় ৭৮
মুমিনদের সকল শহিদ জান্নাতি ৭৯
কোন জিহাদ সর্বোত্তম ৮০
কোন মুজাহিদ সর্বোত্তম ৮০
এই উম্মাহর বৈরাগ্য ৮১
মুমিনের মৃত্যু হয়তো আঘাতে নয়তো মহামারিতে ৮১
কোনো আমল জিহাদের সমতুল্য নয় ৮২
সামান্য সময় জিহাদ করলে জান্নাত অপরিহার্য হয়ে যায় ৮২
জিহাদ ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করা কীভাবে সম্ভব ৮৪
জিহাদের কারণে আল্লাহ জাহান্নাম হারাম করে দেন ৮৫
জিহাদে কাটানো সময়ের ফজিলত ৮৫

**আল্লাহর পথে বিনিদ্র প্রহরার মর্যাদা** **৮৬**
সীমান্ত প্রহরা পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে উত্তম ৮৬
সীমান্তপ্রহরীদের আমলের সাওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে ৮৬
সীমান্তপ্রহরীরা কিয়ামতের দিন ভয়ভীতি থেকে মুক্ত অবস্থায় উঠবে ৮৮

**মুজাহিদদের মর্যাদা** **৮৯**
মুজাহিদদের জন্য জান্নাতে রয়েছে মর্যাদার শত স্তর ৮৯

**শাহাদাতের ফজিলত ও তা কামনার বিধান** **৯২**
শহিদগণ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে ৯২
শহিদের সঙ্গে আল্লাহর কথোপকথন ৯২

প্রকৃত শাহাদাতকামীকে আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন ৯৩
শহিদের ছয়টি বিশেষ পুরস্কার ৯৩
সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী তিন শ্রেণি ৯৪
শহিদরা জান্নাতের সবুজ তাঁবুর ভেতরে থাকবে ৯৪
সর্বোত্তম শহিদ কারা ৯৫
শহিদগণ জীবিত এবং জান্নাতে জীবিকাপ্রাপ্ত ৯৫
জান্নাত তরবারির ছায়াতলে ৯৬
শাহাদাত ঋণ ছাড়া সব পাপ মোচন করে দেয় ৯৭

**ইসলামের দৃষ্টিতে শহিদ কারা** ৯৯
পাঁচ প্রকার মৃত শহিদতুল্য ৯৯
প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি শহিদ ৯৯
শুধু জিহাদে নিহতদের শহিদ বললে শহিদের সংখ্যা হবে নিতান্ত স্বল্প ৯৯
'বাবা, ভেবেছিলাম তুমি শহিদ হবে' ১০০
প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণকারীদের নিয়ে আল্লাহর নিকট বাদানুবাদ ১০২
যে ব্যক্তি সম্পদ রক্ষায় নিহত হয়, সে-ও শহিদ ১০২

**প্রকৃত মুজাহিদ পরিচিতি** ১০৫
আল্লাহর কালিমা সমুন্নতকল্পে জিহাদকারী প্রকৃত মুজাহিদ ১০৫
মর্যাদা, জাত্যভিমান, বীরত্ব ও লৌকিকতার জন্য লড়াইকারী মুজাহিদ নয় ১০৫
জাতীয়তাবাদী আদর্শবাহীদের মৃত্যু জাহিলি মৃত্যু ১০৬
জাগতিক স্বার্থে রণযাত্রায় জিহাদের সাওয়াব নেই ১০৬
তিন শ্রেণির হতভাগা মুসলিম, যাদের দ্বারা জাহান্নাম উদ্বোধন করা হবে ১০৭
যে মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করবে বা নিহত হবে, হাশরও সেই অবস্থায় হবে ১০৯

**ইসলাম গ্রহণকারী কাফিরকে হত্যার বিধান** ১১১
'তোমার এক হাত কাটার পরও কালিমা পড়ে নিলে তাকে হত্যা করো না' ১১২
মুরতাদ বা জিন্দিক না হলে কোনো মুসলিমকে হত্যার বৈধতা নেই ১১২
'কীভাবে অতীত বিস্মৃত হয়ে একজন মুসলিমকে হত্যা করলে' ১১৬
আল্লাহ দেখাতে চান, তাওহিদের কালিমার মাহাত্ম্য কত বেশি ১১৬

**আজানের সুর কানে ভেসে এলে সেখানে আক্রমণ চালানোর বিধান** ১১৯
আজানের বাক্যগুলো স্বভাবধর্মের প্রতীক ১১৯
মসজিদ দেখলে বা মুআজ্জিনের আজান শুনলে হত্যাকাণ্ড নিষেধ ১১৯

**ইসলামের দাওয়াত পায়নি যারা, আগ্রাসী যুদ্ধ পরিচালনার আগে তাদের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশনা** ১২১
ইয়াহুদিদের নির্বাসিত করার আগে দীনের দাওয়াত প্রদান ১২১
রাসুল ﷺ দাওয়াত দেওয়া অবধি কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না ১২২
অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়ার আদর্শিক পদ্ধতি ১২২

**যুদ্ধে মুশরিকের সাহায্য গ্রহণের বিধান** ১২৪
‘আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য নেব না’ ১২৫
‘তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ’ ১২৬
**মুশরিকদের বিতাড়নের নির্দেশ** ১২৭
‘আরব উপদ্বীপে মুসলিম ছাড়া অন্য কাউকে থাকতে দেবো না’ ১২৭
‘হিজাজের ইয়াহুদিদের বের করে দাও’ ১২৭
আরব উপদ্বীপের সীমানা ১২৭
**গুপ্তচরের শাস্তি** ১২৯
‘গুপ্তচরকে ধরে হত্যা করো’ ১২৯
গুপ্তচরের রক্ত হালাল ১২৯
জিম্মি কাফির গুপ্তচরবৃত্তি করলে সে-ও হত্যাযোগ্য ১৩১
**জিহাদের নীতি ও নির্দেশিকা** ১৩২
আক্রমণাত্মক জিহাদের নির্দেশিকা ১৩২
নিজেদের আমল অনুসারে তোমরা জিহাদের তাওফিকপ্রাপ্ত হও ১৩৪
লাশ বিকৃতি, বিশ্বাসঘাতকতা, গনিমত আত্মসাৎ ও শিশুহত্যা নিষিদ্ধ ১৩৫
নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন ১৩৫
প্রাপ্তবয়স্কদের হত্যা করো, নারী ও শিশুদের বাঁচিয়ে রাখো ১৩৫
যুদ্ধে সৈন্যরা ভীত হয়ে পড়লে আমিরের করণীয় ১৩৭
**সৈন্যদের খোঁজখবর রাখা** ১৩৮
‘জুলায়বিব আমার এবং আমি তার’ ১৩৮
দুর্বলদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ কোমল আচরণ ১৩৯
‘কে আমাকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের বাহন দেখিয়ে দেবে’ ১৩৯
দিনের শুরুতে যুদ্ধের সূচনা না করলে সূর্য ঢলা অবধি রাসুলের অপেক্ষা ১৪০
**জিহাদ না করে মৃত্যুবরণের ক্ষতি** ১৪১
জিহাদ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি একপ্রকার মুনাফিক হয়ে মারা গেল ১৪১
জিহাদ ত্যাগ করলে পৃথিবীতেই নেমে আসে কঠিন বিপদ ১৪১
জিহাদ ছাড়া দীনদারি (বানান) ত্রুটিপূর্ণ ১৪১
**অক্ষমদের ব্যাপারে ঘোষণা** ১৪২
‘পুরো সফরে তারা তোমাদের সঙ্গেই ছিল’ ১৪২
অসুস্থরা নিয়তের কারণে ঘরে থেকেই সাওয়াব পাবে ১৪২
**মুজাহিদদের সহযোগিতার ফজিলত** ১৪৩
মুজাহিদের দায়িত্ব গ্রহণের ফজিলত ১৪৩
‘নিজে জিহাদে যেতে না পারলে অন্যের হাতে যুদ্ধোপকরণ তুলে দাও’ ১৪৩
মুজাহিদকে বাহনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার ফজিলত ১৪৪

মুজাহিদের পরিবার-পরিজন ও সহায়সম্পদ দেখভালের ফজিলত ১৪৫
সচ্ছল ব্যক্তিকেও জিহাদের জন্য অর্থ প্রদান করা যায় ১৪৫
সর্বোত্তম সাদাকা জিহাদের পথে ব্যয় করা ১৪৬

**জিহাদে দানের ফজিলত ১৪৭**
জিহাদের দানে সাতশ গুণ প্রবৃদ্ধি ১৪৭
জিহাদে জোড়া জোড়া দানের ফজিলত ১৪৭

**মুজাহিদদের পরিবারবর্গের মর্যাদা ১৪৯**

**নারীদের জিহাদে অংশগ্রহণ ১৫০**
নার্সিং সেবা ১৫০
রন্ধন সেবা ১৫০
যোদ্ধাদের পানি পান করানো ১৫০
আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখা এবং কাফির হত্যার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ১৫১
নারীদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা ১৫২
গনিমতে নারীদের অংশ ১৫২
যুদ্ধের সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে নারীদের অবদান ১৫৩

**নৌযুদ্ধের ফজিলত ১৫৫**
নৌবাহিনীর প্রতি রাসুলের সন্তুষ্টি ১৫৫
নৌযানের ঝাঁকুনিতে বমি হলে বা সমুদ্রে ডুবে মরলে শহিদের সাওয়াব ১৫৬

**রোম ও পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ১৫৭**
রোম বিজেতাদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ ১৫৭
কনস্টান্টিনোপলের পর মুসলিমদের হাতে রোম বিজিত হবে ১৫৮
পারস্য ও রোম বিজয়ের নিশ্চিত সুসংবাদ ১৫৯

**যুদ্ধে নারী ও শিশুহত্যা ১৬০**
যুদ্ধে জড়িত না থাকলে নারীদের হত্যা করা যাবে না ১৬০
যোদ্ধা নয় এমন শিশুদের হত্যা করা সমীচীন নয় ১৬০
'শাতিমে রাসুলের স্ত্রী-শিশুসন্তান নিরপরাধ হলে তাদেরও হত্যা করবে না' ১৬১
রাতে আক্রমণে অনিচ্ছায় নারী ও শিশু নিহত হলে দোষ নেই ১৬১
নারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িত থাকলে তাকে হত্যা করা বৈধ ১৬২

**ঘাতক ও নিহতের পরিণাম ১৬৩**
ঘাতক ও নিহত উভয়ই জান্নাতি ১৬৩
'সে আমার হাতে সম্মানিত হয়েছে; কিন্তু আমি তার কারণে লাঞ্ছিত হইনি' ১৬৩
কাফিরের হত্যাকারী কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না ১৬৪

**কোনটি আগে : জিহাদ না আত্মশুদ্ধি ১৬৫**
'জিহাদ ফরজ হলে ইসলামগ্রহণ করেই জিহাদে নেমে পড়ো' ১৬৫

ইমান আনয়নের পর জিহাদ সালাতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ১৬৫
এক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও জান্নাত অবধারিত ১৬৬
জিহাদের পথে পথে ইলমের চর্চা ১৬৭

**জিহাদে আল্লাহর জিকির ১৬৮**
অপ্রয়োজনে উচ্চৈঃস্বরে জিকির করা অর্থহীন ১৬৮
উঁচুতে ওঠা ও নিচে নামার সময় আল্লাহর স্মরণ ১৬৯

**রাসুল ﷺ ছিলেন শত্রুর অন্তরে ভীতি সৃষ্টিকারী ১৭০**
মুজাহিদকে দেখে শত্রুর মনে ভীতি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহর নুসরত ১৭০

**দুর্বলদের কারণে সাহায্য আসে ১৭১**
'তোমরা দুর্বলদের দ্বারাই সাহায্য ও রিজিকপ্রাপ্ত হচ্ছ' ১৭১
মুজাহিদ দুনিয়ার চোখে সাধারণ হলেও আল্লাহর দৃষ্টিতে অসাধারণ ১৭১
'দুর্বলদের খুঁজে এনে তাদের দিয়ে দুআ করাও' ১৭২
দুর্বলদের ছোট করে দেখা উচিত নয় ১৭২

**আমিরের নেতৃত্বে যুদ্ধ ১৭৩**
জিহাদ করা ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা খলিফার দায়িত্ব ১৭৩

**আমিরের সচেতনতা ১৭৪**
আমির সৈন্যদের সাধ্যানুপাতে দায়িত্ব বণ্টন করবেন ১৭৪

**যুদ্ধ হলো কৌশল ১৭৬**
যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া বৈধ ১৭৬

**আগুনে পুড়িয়ে শাস্তির বিধান ১৭৭**
আল্লাহ তাআলার শাস্তিপদ্ধতি প্রয়োগে বান্দার সীমা ১৭৭
মুরতাদের শাস্তি ১৭৭
কোনো প্রাণীকেও পুড়িয়ে হত্যা করা বৈধ নয় ১৭৮

**যুদ্ধকালে সুগন্ধি ব্যবহার ১৭৯**
যুদ্ধকালে সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে ১৭৯

**রোজার ওপর জিহাদের প্রাধান্য ১৮০**
জিহাদের কারণে রোজা না-রাখার ইখতিয়ার ১৮০

**যুদ্ধের সঠিক সময় ১৮১**
দিনের শেষভাগে সাহায্যের বায়ু প্রবাহিত হয় ১৮১

**মুজাহিদদের ইসতিকবাল ১৮২**

**সালাতুল খাওফ ১৮৩**
জিহাদ চলাকালে একত্রে সালাত আদায়ের বিবরণ ১৮৩

**জিহাদ থেকে পলায়ন ১৮৫**

কৌশলগত কারণে পিছিয়ে আসা পলায়ন নয় ১৮৫

**মুখ দ্বারা জিহাদ ১৮৭**

'তোমরা কথার দ্বারা জিহাদ করো' ১৮৭
জালিম শাসকের সামনে ন্যায়সংগত কথা বলা একটি উত্তম জিহাদ ১৮৭
ঝুঁকি অনুপাতে সাওয়াবে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে ১৮৭
'মুমিন তরবারি ও জিহ্বা উভয়টি দ্বারাই জিহাদ করে' ১৮৮
কবিতার দ্বারা কাফিরদের বিদ্রুপ করা ১৮৮

**নফসের জিহাদ ১৮৯**

শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে নফসের জিহাদের গুরুত্ব ১৮৯

**কঠিন সময়ে জিহাদ ১৯০**

অর্থসংগতি, বাহন ও সহযোগীর অভাব থাকাকালে জিহাদ ১৯০

**জিহাদের সাওয়াব প্রাপ্তির অফুরন্ত সুযোগ ১৯১**

যুদ্ধের সরঞ্জাম দানকারীর জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব ১৯১
অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধ করলে পরকালে কোনো প্রতিদান নেই ১৯১

**শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে দুআ ১৯৩**

যুদ্ধকালের দুআ ১৯৩
আল্লাহর সাহায্য না থাকলে ধ্বংস অপরিহার্য ১৯৩

**শহিদের মৃত্যুযন্ত্রণা ১৯৫**

সবচেয়ে সহজ মৃত্যু শাহাদাতের মৃত্যু ১৯৫

**বাহিনী, সেনাদল ও সফরসঙ্গী কতজন হওয়া উত্তম ১৯৬**

১২ হাজার সৈন্যের বাহিনী সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পরাজিত হয় না ১৯৬

**জিহাদ সর্বদা জারি থাকবে ১৯৭**

তিনটি বিষয় ইমানের মূলের অন্তর্ভুক্ত ১৯৭
শাসকের অধীনে জিহাদ কার্যকর রাখতে হবে ১৯৭
'একটি দল সর্বদা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে' ১৯৮

**ঝান্ডা ও পতাকা ২০০**

রাসুলের পতাকা ২০০
সাদা ঝান্ডা ২০০
কালো পতাকা ২০০

**যুদ্ধে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার ২০১**

'আমিত, আমিত' ২০১
'হা-মিম লা ইউনসারুন' ২০১

**বাহিনী বিন্যস্তকরণ ২০২**

এক জায়গায় সমবেত থাকার নির্দেশ ২০২

যুদ্ধের জন্য বের হলেও মানুষকে অনর্থক কষ্ট দেওয়ার অনুমতি নেই ২০২
**জিহাদে প্রহরার ফজিলত ২০৪**
'তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত' ২০৪
প্রহরী চোখের ফজিলত ২০৬
যেসব চোখের ওপর জাহান্নাম হারাম ২০৬
**দূত ও বার্তাবাহকের বিধান ২০৭**
দূত জিন্দিক হলেও তাকে হত্যা করা বৈধ নয় ২০৭
'তুমি দূত না হলে আমি তোমার গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিতাম' ২০৭
**যুদ্ধকালে নীরব থাকার নির্দেশনা ২০৯**
সাহাবিরা যুদ্ধকালে আওয়াজ অপছন্দ করতেন ২০৯
**যুদ্ধকালে অহংকার প্রদর্শন ২১০**
শত্রুর বিরুদ্ধে মুজাহিদের অহংকার আল্লাহ পছন্দ করেন ২১০
**অঙ্গ কেটে বিকৃত করা নিষেধ ২১১**
রাসুল ﷺ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করতে নিষেধ করতেন ২১১
**অস্ত্রশস্ত্র ২১২**
গনিমত হিসেবে অস্ত্র ২১২
**বন্দি হত্যা ২১৩**
কাফির বন্দিদের হত্যার যৌক্তিকতা ২১৩
বন্দির হাত-পা বেঁধে তির ছুড়ে হত্যা করা নিষেধ ২১৪
**দায়লাম ও কনস্টান্টিনোপল বিজয় ২১৫**
মাহদির আগমনবার্তা ২১৫
**গাজওয়াতুল হিন্দ ২১৬**
গাজওয়াতুল হিন্দের মুজাহিদরা জাহান্নাম থেকে মুক্ত ২১৬
গাজওয়াতুল হিন্দে শরিক হওয়ার জন্য সাহাবির আকাঙ্ক্ষা ২১৬
**এই উম্মাহর সন্ন্যাসী জীবন ২১৭**
সন্ন্যাসী হতে চাইলে মুজাহিদ হও ২১৭
**কাফিরদের সাথে বসবাস ২১৮**
কাফিরদের সাথে বসবাস করা তাওহিদের দাবির বিপরীত ২১৮
মুশরিক ও মুসলমান কখনো একত্রে বাস করতে পারে না ২১৮
**কাফিরদের জোটবদ্ধ আক্রমণ ২১৯**
'শীঘ্রই কাফিরগোষ্ঠী জোটবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে' ২১৯
**মুসলিম গোয়েন্দা ২২০**
কে আমাকে শত্রুপক্ষের খবর এনে দেবে? ২২০

**হারাম মাসে যুদ্ধ** ২২২
হারাম মাসে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ চলবে ২২২
**জাহান্নামি ব্যক্তিও জিহাদ করে** ২২৩
আল্লাহ পাপিষ্ঠ লোক দ্বারাও ইসলাম সুদৃঢ় করেন ২২৩
**ঘোড়া প্রতিপালন** ২২৫
ঘোড়ার কপালে কল্যাণ রয়েছে ২২৫
ঘোড়ার আকৃতি ২২৫
ঘোড়ার চুলের ব্যাপারে নির্দেশনা ২২৬
জিহাদের প্রস্তুতি হিসেবে ঘোড়া পালনের ফজিলত ২২৬
জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখা ২২৭
ঘোড়ার নামকরণ ২২৭
ঘোড়াকে নিজ হাতে ঘাস ও শস্যদানা খাওয়ানোর ফজিলত ২২৭
ঘোড়ার মালিক তিন ধরনের হয় ২২৭
ঘোড়দৌড় ও উটের দৌড় প্রতিযোগিতা ২২৯
উত্থানের পর পতন ২৩০
তিন প্রকার প্রতিযোগিতা বৈধ ২৩০
ঘোড়ার শরীরচর্চা ২৩০
রাসুল ﷺ শিকাল ঘোড়া পছন্দ করতেন না ২৩১
সালাফগণ তেজি ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন ২৩১
লাল ঘোড়া ২৩১
কালো ঘোড়া ২৩১
মাদি ঘোড়ার নামকরণ ২৩২
সফরে বাহনের যত্নআত্তি ২৩২
সফরের উত্তম সময় ২৩৩
বাহনের মালিক সামনে বসার অধিক হকদার ২৩৩
**তিরন্দাজি** ২৩৪
তিরচালনায় উৎসাহদান ২৩৪
‘জেনে রেখো, শক্তি হচ্ছে তিরন্দাজি’ ২৩৪
‘তোমরা বিজয়ী শক্তি হলেও তিরন্দাজির অভ্যাস ত্যাগ করবে না’ ২৩৫
‘তিরন্দাজি শিখে ভুলে গেলে সে আমার উম্মতের কেউ নয়’ ২৩৫
শত্রুর উদ্দেশে একটি তির ছুড়লে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ২৩৬
জিহাদে তির ছুড়লে আল্লাহ মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি করে দেন ২৩৬
আল্লাহ একটি তিরের কারণে তিনজন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ২৩৭
**গনিমত উত্তম রিজিক** ২৩৮
পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের জন্য গনিমত ভোগের অনুমতি ছিল না ২৩৮

আমার রিজিক বর্শার ছায়াতলে ২৩৯
গনিমত ভোগের বৈধতা উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠত্বের অংশ ২৪০
বদরযুদ্ধের পরে গনিমত ভোগের বৈধতা ঘোষিত হয় ২৪০
রাসুলের সর্বোচ্চ গনিমত ছিল ২১০ ভরি রৌপ্যমুদ্রা ২৪১
গনিমত না পেলে পূর্ণ প্রতিদান আখিরাতে পাবে ২৪১
**গনিমত বণ্টনের পদ্ধতি ২৪২**
ঘোড়ার দুই অংশ ও আরোহীর এক অংশ ২৪২
পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহীর অংশে ব্যবধান ২৪৩
শরিয়ত-নির্দেশিত খাতে বণ্টনের গুরুত্ব ২৪৩
গনিমতে মজুরির বিনিময়ে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর ভাগ ২৪৩
গনিমতের ক্ষেত্রে আমির সাধারণ মুসলিম অপেক্ষা অধিক হকদার নয় ২৪৪
গনিমতের সম্পদে সেনাপতির বিশেষ অংশ ২৪৪
গনিমত বণ্টনের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রাখা ২৪৫
চিত্তাকর্ষণের উদ্দেশ্যে দান ২৪৬
দারুল হারবে খাবার পাওয়া গেলে তার বিধান ২৪৮
দারুল হারবে মুসলমানদের হারানো সম্পদ পাওয়া গেলে তা মূল মালিক পাবে ২৪৯
আমির চাইলে নিহত কাফিরের পরিত্যক্ত সম্পদ হত্যাকারী মুজাহিদের প্রাপ্য বলে ঘোষণা দিতে পারেন ২৪৯
নিহত কাফিরের পরিত্যক্ত জিনিস হত্যাকারী মুজাহিদকে দিলে তাতে খুমুস নেই ২৫২
মুজাহিদদের পুরস্কৃত করা ২৫২
বাহিনীর বিশেষ কাউকে পুরস্কার দেওয়া ২৫২
পুরস্কার হিসেবে সুন্দরী নারী ২৫৩
রাসুল ﷺ যেভাবে পুরস্কার দিতেন ২৫৪
এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণের পরই অতিরিক্ত দেওয়া যায় ২৫৫
**ফাইয়ের বিধান ২৫৭**
ফাই পুরোটাই বায়তুলমালের প্রাপ্য ২৫৭
ফাই শুধু রাসুলের জন্য নির্ধারিত ছিল ২৫৮
গনিমতের মতো ফাই এক-পঞ্চমাংশে ভাগ হবে না ২৬২
ফাইয়ের একচ্ছত্র মালিকানা একমাত্র রাসুলের বৈশিষ্ট্য ২৬৩
ফাই থেকে আজাদকৃত গোলামদের অংশ প্রদান ২৬৩
বিবাহিতদের জন্য দু-ভাগ এবং অবিবাহিতদের জন্য এক ভাগ ২৬৪
ফাইয়ের সম্পদ যাদের প্রাপ্য ২৬৫
**গনিমতের সম্পদ আত্মসাৎ ২৬৭**
গনিমত আত্মসাতের ভয়াবহ শাস্তি ২৬৭
আত্মসাৎকৃত সম্পদ মানুষ কিয়ামতের দিন বয়ে বেড়াবে ২৬৮
গনিমত আত্মসাৎকারী নবির খাদিম হলেও তার পরিণতি জাহান্নাম ২৬৯

গনিমত আত্মসাৎকারীরা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে ২৬৯
বণ্টনের পূর্বে গনিমতের সম্পদ ব্যবহার নিষেধ ২৭০
বণ্টনের পূর্বে গনিমতের সম্পদ বিক্রয় নিষেধ ২৭০
লুণ্ঠন নিষেধ ২৭১
গনিমত আত্মসাৎকারীদের ব্যাপারে রাসুলের কঠোরতা ২৭২
গনিমতের সুঁই-সুতার চেয়ে কম সম্পদ আত্মসাৎ করাও অপমান, গ্লানি... ২৭৩
তিন জিনিস থেকে মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে যাবে ২৭৩
রাসুল ﷺ গনিমত আত্মসাৎকারীর জানাজা আদায় করেননি ২৭৪

**যুদ্ধবন্দি নারীদের বিধান** ২৭৫

যুদ্ধবন্দিনী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবের পূর্বে তার সঙ্গে সহবাস অবৈধ ২৭৫
অন্যের ফসলে নিজের পানি সিঞ্চন করা নিষিদ্ধ ২৭৫
যুদ্ধবন্দিনী গর্ভবতী না হলেও মাসিক ঋতু শেষ হওয়ার আগে সহবাস করা যাবে না ২৭৬
যুদ্ধবন্দিনীর শিশুসন্তান থাকলে তাকে মায়ের থেকে আলাদা করা যাবে না ২৭৬
যুদ্ধবন্দিনী মাকে দাসী হিসেবে বিক্রি করতে চাইলে সন্তানসহ বিক্রি করতে হবে ২৭৬
'গর্ভবতী দাসীর সঙ্গে সহবাসকারী আমার উম্মত নয়' ২৭৭
গর্ভবতী দাসীর সঙ্গে মিলিত হওয়া নিষেধ ২৭৭

**বন্দি বিনিময়ের বিধান** ২৭৮

রাসুল ﷺ বন্দি বিনিময় করেছেন ২৭৮

**খুমুসের বিধান** ২৭৯

খুমুস ইমামের অধিকারে থাকবে ২৭৯
খুমুস মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় হয় ২৮০
খুমুসের অর্থ দ্বারা অভাবী ব্যক্তিদের জিহাদে পাঠানো যাবে ২৮০

**দাসের অংশ** ২৮১

দাসের জন্য গনিমতে নির্দিষ্ট অংশ নেই ২৮১

**আল্লাহর অনুগ্রহে স্বাধীন** ২৮২

মুসলিম ক্রীতদাস দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করলে স্বাধীন বলে বিবেচিত হয় ২৮২

**সন্ধিচুক্তি** ২৮৪

অঙ্গীকার ভঙ্গ করে জিহাদে অংশগ্রহণ কাম্য নয় ২৮৪
মুজাহিদের পক্ষ থেকে 'ভয় নেই' বলা নিরাপত্তাদানের নামান্তর ২৮৪
চুক্তির ব্যতিক্রম করতে হলে যা করা অপরিহার্য ২৮৫
রাসুল ﷺ চুক্তির খেলাফ করে দূতকেও আশ্রয় দেননি ২৮৬
চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে হত্যা করা যাবে না ২৮৬
সাধারণ মুসলিম কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদান ২৮৭
'তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম' ২৮৭

নারীও প্রতিপক্ষের কাউকে চাইলে আশ্রয় দিতে পারবে ২৮৮
চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে জান্নাতের ঘ্রাণও পাওয়া যাবে না ২৮৮
চুক্তিবদ্ধ কাফিরের ওপর জুলুম করা হারাম ২৮৯

**বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা ২৯০**

বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা ২৯০
বায়আত রক্ষায় সাহাবিদের কঠোরতা ২৯০
শত্রুর কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের দলভুক্ত হওয়ার ভান করে হত্যা করা ২৯১

**জিজয়া ২৯২**

উমর রা. অগ্নিপূজকদের থেকে জিজয়া গ্রহণ করতেন ২৯২
ইসলাম গ্রহণ করো কিংবা জিজয়া দাও, অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও ২৯৩
জিজয়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করা হবে ২৯৫
অগ্নিপূজকদের নিকট হতে জিজয়া আদায় ২৯৫
জিজয়া মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে ২৯৬
রাসুল ﷺ নাজরানের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে যেভাবে চুক্তি করেছেন ২৯৬
জিজয়ার দ্বারা প্রাণ, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা অর্জিত হয় ২৯৭
কোনো মুসলিমের ওপর জিজয়া ধার্য হবে না ২৯৮
উমর রা. যেভাবে জিজয়া নির্ধারণ করেছিলেন ২৯৮
জিজয়ার অন্ধ উট ২৯৯

**উশর ৩০১**

জিম্মিদের ব্যবসায়ের লাভ থেকে কর আদায় ৩০১
অর্থসংগতি বিবেচনা করে করের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে ৩০১
যে কারণে উমর রা. নাবাতের অমুসলিমদের ওপর এক-দশমাংশ কর ধার্য করেছিলেন ৩০২

# বই সম্পর্কে মূল্যায়ন

আমরা এমন একটি সময় অতিক্রম করছি, যখন কুরআন-হাদিসের আলোকে শরিয়তের যেকোনো মাসআলার অবাধে তাহকিকের অনুমতি নেই। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র তথা প্রতিষ্ঠিত কুফরি মতবাদগুলোর গায়ে আঁচড় লাগে বা এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত কোনো ইলমি তাহকিক, আলোচনা-পর্যালোচনা, কোনো প্রচারপত্র, কোনো বইপত্র, কোনো ইলমি গবেষণা এখন মৌখিক ঘোষণার পাশাপাশি সাংবিধানিকভাবেই নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে কুফরিশক্তিও তার ষড়যন্ত্রের সকল জাল বিছিয়ে রেখেছে এবং সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখছে। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের কর্ণধারগণও নিজেদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে চলেছেন এবং আত্মরক্ষার সকল কৌশল ব্যবহার করে চলেছেন। প্রয়োজনে এমন কাজ না করে বা এমন কাজের নিন্দা করে হলেও আত্মরক্ষা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন; কিন্তু শরিয়তের ফরজ দায়িত্বগুলো তার যোগ্য ব্যক্তির হাতে তখনই বেশি শাণিত হয়, যখন সে বাধার সম্মুখীন হয়। আলোর মশাল তখনই অধিক দীপ্তিময় হয়, যখন আঁধার অনেক বেশি ঘনীভূত হয়। আঘাত তখনই লক্ষ্যভেদ করে যেতে পারে, যখন প্রতিপক্ষ আঘাতকে প্রতিহত করতে আসে। আর এর বাস্তবতাই আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। আলহামদু লিল্লাহ!

শত্রুদের শত্রুতার সর্বনিকৃষ্ট কুটিলতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাদের সর্বোচ্চ শক্তির প্রদর্শন আমাদের দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। তারা আমাদের চোখের সামনেই সর্বগ্রাসী আয়োজন সেরে নিচ্ছে। কুফর-শিরক ব্যাপকভাবে তার ঘাঁটি গেড়ে ফেলেছে। অলিগলিতে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তিস্থাপন ও মূর্তিপূজা নিত্যদিনের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। যারা মুমিনগোষ্ঠীর কর্ণধার দাবি করে তাদের সঙ্গে আইম্মাতুল কুফরের অসম্ভব রকমের খাতির জমে উঠেছে। ইমানের দাবিদার ও তাদের নেতৃবর্গ ইমানি আন্দোলনবিরোধী অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার রাখঢাকের প্রয়োজনবোধ করছেন না। ইলমচর্চার সর্বোচ্চ অঙ্গনগুলো থেকে تاويل الجاهلين ও تحريف الغالين ,انتحال المبطلين ইত্যাদির মূলোৎপাটনের ফিকির না করে বরং সেগুলোর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ইমানি আন্দোলনের পথিকদের বিভিন্নভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা,

গালমন্দ করা, বিভিন্নভাবে অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি যেন সকল মজলিসের নিত্যকার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর সে কারণেই, আল্লাহর পথের যে-সকল মুজাহিদ তাদের সামান্য পুঁজি নিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে শত্রুর চোখে চোখ রেখে এগিয়ে চলেছে, যে-সকল সাহসী লেখক, গবেষক ও দায়ি পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে কুরআন-হাদিসকে স্বমহিমায় উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করে চলেছে, তাদের সেসব কাজে যে দীপ্তি, জ্যোতি, তেজ, স্বচ্ছতা ও দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা যেন অভূতপূর্ব। ওয়ালিল্লাহিল হামদ!

পৃথিবীর এই শেষবিকেলে ইমানদীপ্ত সজাগ-সচেতন যে একদল আলিমের পদচারণায় মুমিনদের আঙিনাগুলো ইমানি চেতনায় মুখরিত, যাদের আনাগোনায় আমি ও আমরা আপ্লুত, যাদের দেখানো স্বপ্নে প্রজন্মের ভবিষ্যৎ স্বপ্নীল হয়ে উঠছে, মুহতারাম আলী হাসান উসামা তাদের অন্যতম।

*জান্নাতের সবুজ পাখি* রচনাটি যেমন তাঁর হাতের লেখা হিসেবে খুবই মানানসই, ঠিক তিনিও এ রচনার রচয়িতা হিসেবে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি। আল্লাহর কাছে মিনতি, আল্লাহ তাআলা এ বইয়ের লেখক, পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকল সহযোগীকে জান্নাতের সবুজ পাখি উপাধিতে ভূষিত করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

**আল্লামা আবু আবদুল্লাহ (হাফিজাহুল্লাহ)**
২ রমজানুল মুবারক ১৪৪১
২৬ এপ্রিল ২০২০

# মুখবন্ধ

*আমাদের এ মিছিল নিকট অতীত থেকে অনন্তকালের দিকে*
*আমরা বদর থেকে ওহুদ হয়ে এখানে,*
*শত সংঘাতের মধ্যে এ কাফেলায় এসে দাঁড়িয়েছি।*

*আমাদের হাতে একটিমাত্র গ্রন্থ আল কুরআন,*
*এই পবিত্র গ্রন্থ কোনোদিন, কোনো অবস্থায়, কোনো তৌহীদবাদীকে থামতে দেয়নি।*
*আমরা কী করে থামি?*

*আমরা তো শাহাদাতের জন্যই মায়ের উদর থেকে পৃথিবীতে পা রেখেছি।*
*কেউ পাথরে, কেউ তাঁবুর ছায়ায়,*
*কেই মরুভূমির উষ্ণবালু কিংবা সবুজ কোনো ঘাসের দেশে চলছি।*
*আমরা আজন্ম মিছিলেই আছি,*
*এর আদি বা অন্ত নেই।*

*পনেরো শত বছর ধরে সভ্যতার উত্থান-পতনে আমাদের পদশব্দ একটুও থামেনি।*
*আমাদের কত সাথিকে আমরা এই ভূ-পৃষ্ঠের কন্দরে কন্দরে রেখে এসেছি—*
*তাদের কবরে ভবিষ্যতের গুঞ্জন একদিন মধুমক্ষিকার মতো গুঞ্জন তুলবে।*

*আমরা জানি,*
*আমাদের ভয় দেখিয়ে শয়তান নিজেই অন্ধকারে পালিয়ে যায়।*

*আমাদের মুখাবয়বে আগামী ঊষার উদয়কালের নরম আলোর ঝলকানি।*
*আমাদের মিছিল ভয় ও ধ্বংসের মধ্যে বিশ্রাম নেয়নি, নেবে না।*

*আমাদের পতাকায় কালেমা তাইয়েবা,*
*আমাদের এই বাণী কাউকে কোনোদিন থামতে দেয়নি*
*আমরাও থামব না।*

***—আল মাহমুদ***

*সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানুন নাসায়ি, সুনানু আবি দাউদ, সুনানুত তিরমিজি, সুনানুদ দারিমি, সুনানু ইবনি মাজাহ, মুসনাদু আহমাদ* এবং *মুয়াত্তা মালিক*—হাদিসের এই কালজয়ী নয়টি গ্রন্থ থেকে ইসলামের মাজলুম ফরজ জিহাদবিষয়ক সহিহ হাদিসের সংকলন হলো আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ *জান্নাতের সবুজ পাখি*। পুনরুক্তি ছাড়া ৩৪৭টি বিশুদ্ধ হাদিস এতে সংকলিত হয়েছে। আমরা এই গ্রন্থে কোনো জয়িফ (দুর্বল) হাদিস উল্লেখ করিনি। জাল, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বর্ণনা তো নয়ই। এর প্রতিটি হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাই করে তবেই এই গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে। হ্যাঁ, এমন হয়েছে যে, কোনো হাদিস শাস্ত্রীয় নীতির আলোকে এবং শাস্ত্রজ্ঞ ইমামগণের বক্তব্য অনুসারে সহিহ; তবে হালজামানার কোনো হাদিসবিশারদ ভুলবশত সেটাকে জয়িফ বলে আখ্যায়িত করেছেন, এমন কিছু হাদিস আমরা উল্লেখ করেছি। তবে এমন প্রায় জায়গায় সংশ্লিষ্ট টীকায় আমরা এসব হাদিসের বিশুদ্ধতার তাহকিক উপস্থাপন করেছি।

প্রতিটি হাদিসের সঙ্গে তাখরিজ (গ্রন্থসূত্র) রয়েছে। প্রায় সব হাদিসের শুরুতে স্বতন্ত্র শিরোনাম যোগ করা হয়েছে, যাতে সাধারণ পাঠকদেরও এর মর্মার্থ অনুধাবনে বেগ পেতে না হয়, সকলেই যেন হাদিসগুলো পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। মুসলমানদের ঘরে ঘরে যেন এই হাদিসগ্রন্থের তালিম হয়, নির্বিশেষে সকলের অন্তরেই যেন দীন বিজয়ের স্বপ্ন এবং শাহাদাতের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, সেই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

*উহারা চাহুক দাসের জীবন, আমরা শহীদি দরজা চাই;*
*নিত্য মৃত্যু-ভীত ওরা, মোরা মৃত্যু কোথায় খুঁজে বেড়াই!*
*ওরা মরিবে না, যুদ্ধ বাঁধিলে ওরা লুকাইবে কচুবনে,*
*দন্তনখরহীন ওরা তবু কোলাহল করে অঙ্গনে।*

*—নজরুল*

আমাদের আধ্যাত্মিক মুরুব্বি আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী হাফিজাহুল্লাহ আমাদের এই গ্রন্থনাটি দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং শুভকামনা ব্যক্ত করেছেন। আমরাও দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন এ গ্রন্থ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাঁর পথের মুজাহিদ হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

**আলী হাসান উসামা**
alihasanosama.com

# জিহাদের তত্ত্বকথা

## আল্লাহর করুণা ও দয়া

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য প্রদত্ত প্রতিটি আদেশ-নিষেধ বান্দার প্রতি তাঁর একেকটি করুণা ও দয়া।

জমিনে কপাল রাখো, মুরতাদ ও শাতিমে রাসুলদের গর্দান উড়িয়ে দাও, সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি রোজা রাখো, চোরের হাত কেটে দাও, হজের সময় আরাফার বালুমাটিতে কিছু সময় অবস্থান করো, জিন্দিকের শিরশ্ছেদ করে দাও, শয়তানকে পাথর মারার ইবরাহিমি সুন্নাহর অনুকরণে ইট-বালু-সিমেন্টের তৈরি খুঁটিতে পাথর নিক্ষেপ করো, আমার দুশমন হিন্দু-বৌদ্ধ-ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান-নাস্তিকদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা রাখো, আমার জিকির করো, সম্মিলিত কোনো ফরজ আদায় করতে গেলে আমির নির্ধারণ করে নাও, তাকওয়া অর্জনের জন্য পশুর গলায় ছুরি চালাও, তোমাদের শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে জোরপূর্বক ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দাও, সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করো, পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি-মাটির ব্যবস্থা রাখো, শিরক-কুফর থেকে আল্লাহর জমিনকে পবিত্র করতে তির-ধনুক-বল্লম প্রস্তুত করো, শক্তি অর্জন করো, শরিয়তের প্রতিটি অধ্যায়ের ইলম হাসিল করো, ইলমের দাবি অনুযায়ী আমল করো, ব্যভিচারের মতো অপকর্মে লিপ্ত হলে শত গুণের অধিকারী অবিবাহিত মানুষটিকেও ১০০ চাবুক মারো; আর বিবাহিত হলে পাথর ছুড়ে হত্যা করো, ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়নের জন্য একজন খলিফা নির্বাচন করো, ধনী ব্যক্তির অর্জিত সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ জাকাত হিসেবে গরিবদের বিলিয়ে দাও, বিশ্বের কোথাও কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা ইসলামি ভূখণ্ড আক্রান্ত হলে তা উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ো, আল্লাহর বন্ধুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো এবং আল্লাহর দুশমনকে দুশমন জ্ঞান করো।

এগুলো এবং এগুলোর মতো আরও শত-হাজার হুকুমের প্রত্যেকটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য একেকটি দয়া, করুণা ও স্নেহের প্রকাশ। কারণ, এগুলো আল্লাহর হুকুম। আল্লাহপ্রদত্ত হুকুমগুলো বান্দার জন্য শতভাগ কল্যাণকর, যার কিছু বান্দার বুঝে আসে, আর কিছু বুঝে আসে না। কখনো বুঝে আসে, আবার কখনো বুঝে

আসে না। বুঝে আসুক বা না আসুক, কোনো হুকুম আল্লাহর হুকুম হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার পর তা বাস্তবায়ন করাই দায়িত্ব এবং সেটা বান্দার জন্য উপকার বয়ে আনে।

আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই সুন্দর। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই উপকারী। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই অনিবার্য। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই মানুষের কাছে সম্মানিত। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই অলঙ্ঘনীয়। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। বান্দার কাছে আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই বড়। কারণ তা আল্লাহর হুকুম।

আল্লাহর হুকুমের মাঝে কোনো অসৌন্দর্য নেই, কোনো নিষ্ঠুরতা নেই, কোনো অমানবিকতা নেই, কোনো অশালীনতা নেই, কোনো অসাধ্যতা নেই, কোনো বাড়াবাড়ি নেই, কোনো শিথিলতাও নেই।

## দুটি শক্তি : হিজবুল্লাহ ও হিজবুশ শয়তান

পৃথিবীর সকল মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি আল্লাহর দল, আরেকটি শয়তানের দল। দুই দলের কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন, সম্পূর্ণ বিপরীত। দুই পক্ষের অনেক অনেক কাজ। তবে দুই পক্ষের কাজগুলো সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। দুই দলের সহজ পরিচয়—এক পক্ষ আল্লাহর পথে লড়াই করে, আরেক পক্ষ তাগুতের পক্ষে লড়াই করে।

﴿ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴾

যারা ইমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের দোসরদের সঙ্গে লড়াই করো। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। [সুরা নিসা : ৭৬]

যে দিন থেকে দল দুটোর আত্মপ্রকাশ, সে দিন থেকে পক্ষ দুটোর লড়াই শুরু। যত দিন পর্যন্ত দল দুটোর অস্তিত্ব বাকি থাকবে, তত দিন পর্যন্ত পক্ষ দুটোর মাঝে লড়াইও চলমান থাকবে। ইবলিসের ঘোষণা ছিল,

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴾

সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আমি কসম করে বলছি, আমি মানুষের জন্য পৃথিবীতে আকর্ষণ সৃষ্টি করব এবং তাদের সবাইকে বিপথগামী করব। [সুরা হিজর : ৩৯]